Short Type Mark - 2

1. বেদ কাকে বলে ?

Ans:- বেদ শব্দটির ব্যুৎপত্তি লভ্য অর্থ জ্ঞান, পরম জ্ঞান। শব্দটি জ্ঞানার্থক বিদ্ ধাতু থেকে নিষ্পন্ন। প্রসঙ্গ ক্রমে উল্লেখ্য বিদ্ ধাতু চার প্রকার — জ্ঞানার্থক, লাভার্থক, সত্তার্থক ও বিচারার্থক। বিদ্ + ঘঞ্।

২. সায়নের মতে বেদের লক্ষণ কী ?

Ans:- সায়নের মতে বেদের লক্ষণ — "ইষ্টপ্রাপ্ত্যনিষ্টপরিহারয়োরলৌকিকমুপায়ং যো গ্রন্থ বেদয়তি স বেদঃ" — অর্থাৎ ইষ্টপ্রাপ্তি ও অনিষ্ট পরিহারের অলৌকিক উপায় যে গ্রন্থ থেকে জানা যায়, তাকে বেদ বলে।

3. মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের মতে বেদের লক্ষণ কী ?

Ans:- মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের মতে বেদের লক্ষণ হল — প্রত্যক্ষেণানুমিত্যা বা যস্তুপায়ো ন বিদ্যতে / এনং বিদন্তি বেদেন তস্মাদ্ বেদস্য বেদতা" - অর্থাৎ প্রত্যক্ষ, অনুমান প্রভৃতি উপায়ের দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করা যায় না, সেই অতীন্দ্রিয় জ্ঞান বেদ থেকে লাভ করা যায় বলেই বেদকে 'বেদ' বলা হয়।

4. আপস্তম্বের মতে বেদের লক্ষণ কী ?

Ans:- আপস্তম্বের মতে বেদের লক্ষণ হল "মন্ত্রব্রাহ্মণয়োর্বেদনামধেয়ম্" অর্থাৎ মন্ত্র ও ব্রাহ্মণ নিয়েই বেদের সম্পূর্ণতা।

5. আচার্য মনুর মতে বেদের লক্ষণ কী ?

Ans:- আচার্য মনুর মতে বেদের লক্ষণ— "বেদোঽখিলধর্মমূলম্" - অর্থাৎ নিখিল বিশ্বের ধর্মের মূল কারণ বেদ।

6. বেদ শব্দের কয়েকটি প্রতিশব্দ লেখ।

Ans:- বেদ শব্দের কয়েকটি প্রতিশব্দ হল - শ্রুতি, ত্রয়ীবিদ্যা বা ত্রয়ী, আগম, ছন্দস, প্রভৃতি।

7. ঋগ্বেদকে দশতয়ী বলা হয় কেন ?

Ans:- ঋগ্বেদে দশটি মণ্ডল আছে, তার জন্য নিরুক্তকার যাস্ক ঋগ্বেদকে স্থানে স্থানে দশতয়ী বলেছেন।

Scanned with CamScanner

৮। বেদকে ত্রয়ী বলা হয় কেন?

Ans:— বেদ ত্রিবিধ মন্ত্রের সমষ্টি। আচার্য জৈমিনি এই ত্রিবিধ মন্ত্রলক্ষণে বলেছেন—
"তেষাম্ ঋক্ যত্রার্থবশেন পাদব্যবস্থা"।
"গীতিষু সামাখ্যা"।
"শেষে যজুঃ শব্দঃ"।

৯। বেদের অপর নাম শ্রুতি কেন?

Ans:— বৈদিক ঋষিগণ ছিলেন সাক্ষাৎ কৃতধর্মা। তাঁরা ধর্মের স্বরূপ অবগত হয়ে তাদের পরবর্তী অসাক্ষাৎ কৃতধর্মাকে উপদেশের দ্বারা তাঁদের দৃষ্ট মন্ত্রসমূহের উত্তরাধিকার দান করতেন। এইভাবে শ্রবণ পরম্পরাতে বেদের জ্ঞান বিধৃত থাকত বলে এর আরেক নাম শ্রুতি।

10. ঋগ্বেদের কোন মণ্ডলকে প্রগাথ মণ্ডল বলা হয়? এরূপ বলার কারণ কি?

Ans:— ঋগ্বেদের অষ্টম মণ্ডলকে প্রগাথ মণ্ডল বলে। এই মণ্ডলে ১১৪টি সূক্ত আছে। ~~প্রগাথ~~ প্রগাথ একজন ঋষির নাম, তিনি কণ্বপুত্র বলে পরিচিত। এজন্য মনে করা হয় প্রগাথ মণ্ডলে কণ্ব গোত্রীয় ঋষি-গণের মন্ত্রই সংকলিত হয়েছে; কিন্তু প্রকৃতপক্ষে কণ্বগোত্রীয় ঋষিগণ ছাড়াও আঙ্গিরা এবং ভৃগুবংশীয় ঋষিদের মন্ত্রও এই মণ্ডলে স্থান পেয়েছে। আবার প্রগাথ মণ্ডলেও অধিকাংশ সূক্তে প্রগাথ নামক একপ্রকারের মিশ্র ছন্দে লেখা মন্ত্র পাওয়া যায়। এর থেকেও এই মণ্ডলের নাম প্রগাথ মণ্ডল হয়েছে বলে মনে করা হয়।

11. কল্পসূত্রের কয়টি ভাগ ও কি কি? প্রাচীন ভারতীয় কোন কোন গ্রন্থকে বলা হয় ~~প্রাচীন ভারতীয় জ্যামিতি শাস্ত্র~~?

Ans:— যার দ্বারা যজ্ঞ কল্পিত বা সমর্থিত হয় তাকে কল্প বলে। কল্প চার শ্রেণীতে বিভক্ত — শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র, ধর্মসূত্র ও শুল্বসূত্র। এই চারপ্রকার কল্পসূত্রের মধ্যে শুল্বসূত্রে জ্যামিতি শাস্ত্রের আলোচনা আছে। শুল্ব কথার অর্থ হল পরিমাপক দড়ির টুকরো। যজ্ঞবেদীর সঠিক পরিমাপের জন্য শুল্ব বা দড়ির টুকরো একান্ত আবশ্যক।

12. আচার্য সায়নের পূর্ববর্তী ও পরবর্তী দুজন বেদ ভাষ্যকারের নাম লেখ।

Ans:— আচার্য সায়নের পূর্ববর্তী ভাষ্যকারগণ হলেন— স্কন্দস্বামী, নারায়ণ, উবট, ~~বেঙ্ক~~ বেঙ্কটমাধব, আনন্দতীর্থ, আত্মানন্দ প্রমুখ।

সায়নের পরবর্তী ভাষ্যকারগণ হলেন — দেবস্বামী, ভট্টভাস্কর, হরদত্ত, ভবস্বামী, শ্রীনিবাস, ভাস্করমিশ্র প্রমুখ।

Scanned with CamScanner

13. আর্যমণ্ডল বলতে কি বোঝ?

Ans:- ঋগ্বেদের দ্বিতীয় থেকে সপ্তম মণ্ডল পর্যন্ত মণ্ডলগুলিকে গোষ্ঠীমণ্ডল (Family Book) বা আর্যমণ্ডল বলা হয়। এই কয়েকটি মণ্ডলের প্রত্যেকটির একজন গোত্র প্রবর্তক ঋষি অথবা তাঁর পুত্র বা শিষ্যের নামের সঙ্গে যুক্ত। সেইজন্য এই মণ্ডলগুলিকে আর্যমণ্ডল বলা হয়।

14. দেবীসূক্তে 'অহম্' শব্দের দ্বারা কাকে উপস্থাপিত করা হয়েছে? এখানে তাঁর আসল পরিচয় কি?

Ans:- দেবীসূক্তে অহম্ শব্দের দ্বারা সর্বনিয়ন্ত্রা, সর্বনির্মাতা পরমাত্মাকে বুঝিয়েছে। তিনিই এই সূক্তের দেবতা।

□ এখানে তাঁর আসল পরিচয় আম্ভৃণী বাক্ রূপে। আধ্যাত্মিক মন্ত্রে ঋষি নিজেকে দেবতার আসনে এক করে দেখে নিজেরই স্তুতি করেন। এই দেবীসূক্তে অম্ভৃণ ঋষির কন্যা বাক হলেন ঋষি এবং তিনি নিজেকে পরমাত্মার সঙ্গে অভিন্ন মনে করায় তিনিই দেবতা।

পাঠ্যাংশে উল্লিখিত গণদেবতার নাম কর।

উঃ- দেবীসূক্তে দুজন গণদেবতার নাম পাওয়া যায় — একাদশ রুদ্র ও দ্বাদশ আদিত্য, বসুগণ, বিশ্বদেবগণ

16. দুজন যুগ্ম দেবতার নাম কর।

উঃ- দেবীসূক্তে দুজন যুগ্ম দেবতার নাম পাওয়া যায় — ইন্দ্রাগ্নি, মিত্রাবরুণ।

Scanned with CamScanner

৪ ২০. অসুরকে কেন 'তপনাঃ' এবং 'তাপয়িষ্ণবঃ' বলা হয়েছে

উঃ - অসুরকে 'তপনাঃ' বলা হয়েছে কারণ এরা তাপযুক্ত এবং এরা সন্তাপজনক বলে 'তাপয়িষ্ণবঃ' বলা হয়েছে।

২১. শম্বর কে? সে কোথায় বাস করত?

৩ উঃ - সায়নের মতে শম্বর হলেন মেঘ নিরোধকারী অসুর/দানব। ইন্দ্রের সঙ্গে যুদ্ধে তিনি নিহত হয়েছিলেন। এই শম্বরের অনেক দুর্গ বা প্রাকার ছিল বলে জানা যায়। শম্বর গিরিগুহায় প্রচ্ছন্ন রূপে অবস্থান করতেন। তিনি ৪০ বছর নানা পর্বতে লুকিয়ে ছিলেন।

২২. জুয়াড়ীকে কে নিন্দা করে? কে তাকে প্রত্যাখ্যান করে?

উঃ - অক্ষক্রীড়ায় অতিরিক্ত আসক্তিবশত সর্বস্বান্ত জুয়াড়িকে তার শাশুড়ী নিন্দা করেন। স্ত্রী তাকে প্রত্যাখ্যান করেন।

২৩. প্রতিবেদের ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদগুলি লেখো।

Ans:- ১) ঋক্ বেদ - ব্রাহ্মণ → ঐতরেয়, কৌষীতকি বা সাংখ্যায়ন
আরণ্যক → ~~ব্রাহ্মণ →~~ ঐতরেয়, কৌষীতকি বা সাংখ্যায়ন
উপনিষদ → " " "

২) সামবেদ - ব্রাহ্মণ → তাণ্ড্য বা পঞ্চবিংশ, ষড়্‌বিংশ, ছান্দোগ্য, জৈমিনীয় বা তলবকার, সামবিধান, আর্ষেয়বংশ ও দেবতাধ্যায়
আরণ্যক → ছান্দোগ্য, -
উপনিষদ → ছান্দোগ্য, কেন

৩) যজুর্বেদ - i) কৃষ্ণযজুর্বেদ —
ব্রাহ্মণ - তৈত্তিরীয়
আরণ্যক - তৈত্তিরীয়
উপনিষদ - তৈত্তিরীয়, কঠো, শ্বেতাশ্বতর, মহানারায়ণ, মৈত্রায়ণী।

ii) শুক্লযজুর্বেদ বা বাজসনেয়ি সংহিতা —
ব্রাহ্মণ → শতপথ
আরণ্যক → বৃহদারণ্যক
উপনিষদ → বৃহদারণ্যক, ঈশোপনিষদ

৪) অথর্ববেদ - ব্রাহ্মণ → গোপথ
আরণ্যক → নেই
উপনিষদ → প্রশ্ন, মুণ্ডক, মাণ্ডূক্য ইত্যাদি।

Scanned with CamScanner